পাক্ষিক

نحمده و نصلي على رسوله الكريم

আহমদী

"মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মাদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসূল ও শেফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব-সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।"

—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

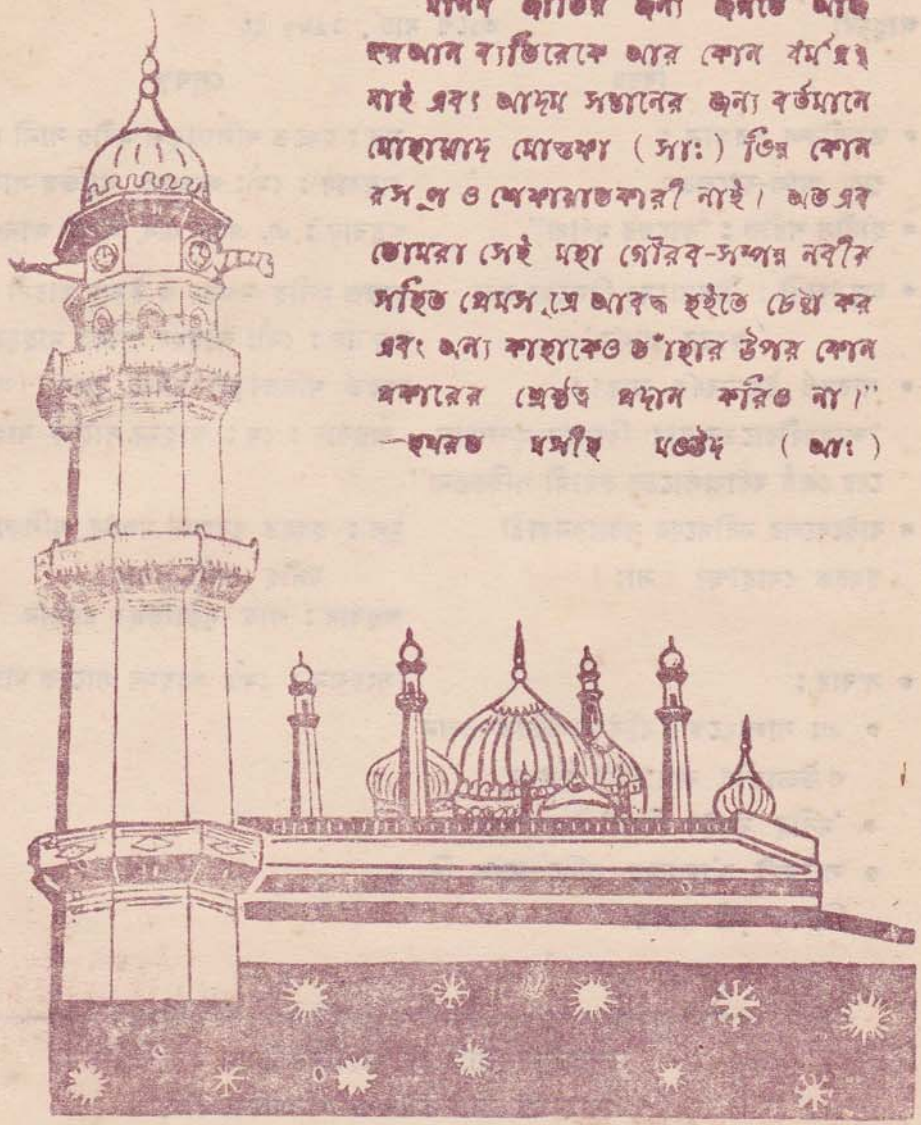

সম্পাদকঃ এ. এইচ. মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩৩শ বর্ষ : ২২শ সংখ্যা

১৭ই চৈত্র, ১৩৮৬ বাংলা : ৩১শে মার্চ, ১৯৮০ ইং ১৩ই জমাদিউল আউয়াল, ১৪০০ হিঃ

বার্ষিক : চাঁদা বাংলাদেশ ও ভারত ১৫.০০ টাকা : অন্যান্য দেশ : ২ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক আহ্‌মদী | ৩১শে মার্চ, ১৯৮০ ইং | ৩৩শ বর্ষ ২২শ সংখ্যা

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
* তফসীরুল কুরআন : সূরা আল-কাফেরুন	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মৌঃ আবদুল আজিজ সাদেক	১
* হাদীস শরীফ : "কাজের মর্যাদা"	অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার	২
* অমৃতবাণী : 'ইসলামের বিজয়ের জন্য কাতর প্রার্থনা'—	হযরত মসীহ মওউদ ও ইমাম মাহদী (আঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	৪
* সারগর্ভ ইমানবর্ধক ভাষণ : "আহমদীয়াতের দ্বারা বিজ্ঞানে মুসলমানদের শ্রেষ্ঠ মর্যাদালাভের রুহানী পরিকল্পনা"	হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	৬
* বাইবেলের নবীগণের সত্যায়নকারী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)	মূল : হযরত মুসলেহ মওউদ, খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) অনুবাদ : শাহ মুস্তাফিজুর রহমান	১৭
* সংবাদ :	সংকলন : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	২০
* প্রঃ সালামকে টিষ্টের নাগরিকত্ব প্রদান ও উচ্চাঙ্গীণ শ্রদ্ধাঞ্জলী জ্ঞাপন		
* 'মসীহ মওউদ দিবস' উদ্‌যাপিত		
* লাজেমী চাঁদাসমূহ পরিশোধের বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ		২২

মোহাম্মদ (সাঃ) দুই জাহানের ইমাম এবং প্রদীপ।
মোহাম্মদ (সাঃ) যমীন ও আসমানের দীপ্তি ।।
সত্যের ভয়ে তাঁহাকে খোদা বলি না।
কিন্তু খোদার কসম তাঁহার সত্তা জগদ্বাসীর জন্য খোদা-দর্শনের
দর্পন স্বরূপ ।। [ফারসী দুররে সমীন]

بسم الله الرحمن الرحيم — نحمده ونصلي على رسوله الكريم — وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ের ৩৩শ বর্ষ : ২২শ সংখ্যা

১৫ই চৈত্র, ১৩৮৬ বাংলা : ৩১শে মার্চ, ১৯৮০ ইং : ৩১শে আমান, ১৩৫৯ হিঃ শামসী

'তফসীরে কুরআন'—

সূরা আল-কাফেরুন

(হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)-এর 'তফসীরে কবীর' হইতে সূরা আল-কাফেরুনের তফসীরের অনুবাদ।)—মৌঃ আবদুল আজিজ সাদেক, সদর মুরুব্বী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

এতদ্ব্যতীত সূরা কওসারের শেষাংশে আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন ان شانئك هو الابتر যে যাহারা তোমার শত্রু তাহাদের বংশ লোপ পাইবে। অর্থাৎ তাহারা আধ্যাত্মিকভাবে তাহাদের বংশ হইতে বাহির হইয়া মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের ধর্ম গ্রহণ করিবে। এতদ্বারা মনে হয় যেন و لا انا عابد ما عبدتم আয়াত বর্ণিত বিষয় সঠিক নহে ; কারণ কাফেরদের বংশধরগণ যখন ইসলাম গ্রহণ করিয়া লইবে তখন তাহারা অবশ্যই সেই পদ্ধতিতেই এবাদত করিবে যে পদ্ধতিতে মুসলমানগণ এবাদত করিয়া থাকে। সুতরাং যতটুকু এই ভবিষ্যদ্বানীর প্রশ্ন রহিয়াছে, و لا انتم عابدون ما اعبد দ্বারা ইহা প্রমাণ হয় না যে কুরআন করীম মিথ্যা প্রতিপন্ন হইল, কারণ এই সূরার পূর্ববর্তী সূরাতে এই ঘোষণা করা হইয়াছে যে অচিরেই এমন এক সময় আসিবে যখন কাফেরগণও তাহাদের বংশধরগন মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পদ্ধতি গ্রহণ করিয়া লইবে। এইরূপে তাহারা তাহাদের পিতৃপুরুষ হইতে বর্জিত হইয়া যাইবে, এবং মোহাম্মদ (সাঃ)-এর আধ্যাত্মিক বংশের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইবে যেমন আঁসের পুত্র আমর মুসলমান হইল, ওলীদের পুত্র খালিদ ইসলাম গ্রহণ করিল, আবু জাহ্লের পুত্র আকরামা মুসলমান হইয়া গেল, আবু সুফিয়ান স্বয়ং মুসলমান হইল। প্রকৃতপক্ষে و لا انتم عابدون ما اعبد

আয়াতে এই ভবিষ্যদ্বানী ছিল যে মক্কাবাসীগণ মোহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ধর্ম গ্রহণ করিবে না; তাহাদের মুসলমান হওয়ার কারণে সেই ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা হয় নাই কারণ তাহারা নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী ঈমান আনয়ন করে নাই বরং ان شا نئك هو الا بتر-এর ভবিষ্যদ্বাণী খোদাতায়ালা তাহাদিগকে মুসলমান হওয়ার জন্য বাধ্য করিলেন, বস্তুতঃ তাহারা খোদাতায়ালার ব্যবস্থাপনা ও ইচ্ছানুযায়ী ইমান আনয়ন করিল। সুতরাং আরববাসীগণের ঈমান আনয়ন কুরআনের দাবীর বিপরীত নহে বরং ইহার দ্বারা কুরআনের দাবীর সত্যতা প্রতিপন্ন হইল।

এইরূপে আমি ইহা বলিয়াছিলাম যে এই সুরার পরবর্তী সুরাও আসলে ঐ সকল দাবীর দলিল স্বরূপ যাহা قل يا ايها الكفرون-এর প্রথমাংশে ব্যক্ত হইয়াছে। পরবর্তী সুরা হইল:

اذا جاء نصر الله و الفتح و رأيت الناس يدخلون فى دين الله
افواجا فسبح بحمد ربك و استغفره ٥ انه كان توابا ٥

এক দিন এমন আসিবে যখন তুমি আল্লাহর সাহায্য প্রাপ্ত হইবে এবং আরববাসীগণের উপর বিজয় লাভ করিবে এবং তুমি দেখিবে যে আরববাসীগণ দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করিতেছে। এই আয়াতগুলিও সূরা কাফেরুনের প্রথম আয়াত قل يا ايها الكفرون-এর জন্য দলীল স্বরূপ। বিষয়টি স্পষ্ট যে যখন পরম দুর্বলতা ও প্রতিকুল অবস্থা সত্বেও আল্লাহতায়ালা মোহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সাঃ) কে ইসলামের শত্রুর উপর মহা বিজয় দান করিবেন এবং সহস্র সহস্র লোক ইসলাম গ্রহণ করিবে তখন এইরূপ উজ্জল নিদর্শন প্রত্যক্ষ করিয়া কোন মুসলমান কাফেরদের নিকট কিরূপে যাইতে পারে? ইহা হইতেছে আধ্যাত্মিক দিক; বাহ্যিক দিক দিয়া দেখা গেলেও বিষয়টি সহজেই উপলব্ধি করা যাইতে পারে যে মানুষ সাধারণতঃ কোন না কোন স্বার্থের লোভেই অন্যের অভিমুখী হইয়া থাকে; এখন প্রশ্ন হইল, যখন ইসলাম জয়যুক্ত হইয়া সকলের উপর প্রাধান্য লাভ করিয়া লইবে এবং কাফেরগণ স্বয়ং মুসলমানদের মুখাপেক্ষী হইয়া যাইবে তখন এমন নির্বোধ কোন মুসলমান হইবে যে বিজয়ী ঐশ্বর্যশালী মুসলিম জাতিকে ছাড়িয়া পরাস্ত ও পরাভূত কাফেরদের সঙ্গে যাইয়া মিলিবে? সুতরাং সুরা কাফেরুনের পূর্ববর্তী সুরা কাওসার এবং পরবর্তী সুরা নাসর, উভয় সুরা সুরা কাফেরুণের প্রাথমিক আয়াতগুলির জন্য দলীল স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে। এইরূপেই এই সুরার দ্বিতীয় অংশ অর্থাৎ و لا انتم عابدون ما اعبد আয়াতের اذا جاء نصر الله و الفتح দ্বারা খণ্ডন করা হইয়াছে। কাফেরগণ নিজেদের স্বভাবের দিক দিয়া বস্তুতঃ শিরকের উপরই কায়েম ছিল কিন্তু যখন স্বর্গীয় সাহায্য ও বিজয়ের ফলে ইসলামের সত্যতা সুর্যের ন্যায় দেদীপ্যমাণ হইয়া গেল তখন পরিস্থিতি তাহাদিগকে ইসলাম গ্রহণ করিতে বাধ্য করিল; অতএব তাহাদের ইসলাম গ্রহণ করা সত্বেও আয়াত و لا انتم عابدون ما اعبد মিথ্যা প্রমাণিত হয় না, বরং সূরা কাওসার ও সুরা নাসর, এবং সুরা কাফেরুন স্ব স্ব স্থানে সত্য প্রমাণিত হইল।

(ক্রমশঃ)

হাদিস শরীফ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

কাজের মর্যাদা, শ্রমোপার্জিত জীবিকা গ্রহণ এবং সাওয়াল (ভিক্ষা) হইতে বাঁচা

৪৭৪। হযরত হাকিম বিন হিযাম (রাঃ) বলেন : "আমি এক বার আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট কিছু সাহায্য প্রার্থনা করিলে, তিনি (সাঃ) আমার সওয়াল মোতাবেক আমাকে দান করেন। একবার পুনরায় এইরূপ দরখাস্ত করিলাম। তিনি (সাঃ) ইহাও মঞ্জুর করিলেন। তৃতীয় বার আবার আবেদন করায় তিনি (সাঃ) তাহাও মঞ্জুর ফরমাইলেন। কিন্তু সঙ্গেই ইরশাদ করিলেন : "দুনিয়া বড়ই আকর্ষক ও লোভনীয়। অনেক কিছু আহরণের আগ্রহ হয়। কিন্তু বরকত রহিয়াছে বেপরওয়া থাকায়। যে ব্যক্তি এই দুনিয়ার প্রতি লোভ-লালসা প্রদর্শন করে, সে বরকতের চেহারা দেখিতে পায় না। ইহার দৃষ্টান্ত এই দুনিবার ক্ষুধাগ্রস্ত রোগীর, যে খায়, কিন্তু তাহার ক্ষুধা যায় না। স্মরণ রাখিবে, উপরের হাত, (অর্থাৎ দাতার হাত), নীচের হাত (অর্থাৎ যে হাতে নেয়) উহা হইতে শ্রেষ্ঠ " (অর্থাৎ দাতা হইবে, গ্রহীতা হইবে না)। হাকিম বিন হিযাম বলেন : আমি হুযুরের এই ইরশাদ শোনিয়া নিবেদন করিলাম, 'হে আল্লাহর রাসুল, সেই সত্তার কসম, যিনি সত্য সহকারে আপনাকে (সাঃ) পাঠাইয়াছেন, ভবিষ্যতে আপনি ছাড়া কাহারও নিকট হইতে গ্রহণ করিব না।" বস্তুতঃ, পরে হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফতের সময়ে হাকিম বিন হিযামকে ডাকা হইত তিনি যেন তাঁহার বৃত্তি নিয়া যান। কিন্তু তিনি গ্রহণ করিতেন না এবং লইতে অস্বীকার করিতেন। হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুও তাঁহাকে দিতে চাহিয়াছেন, কিন্তু তিনি অস্বীকার করিয়াছেন। ইহাতে হযরত উমর (রাযিঃ) জনসাধারনকে সম্বোধন পূর্বক বলিলেন : "হে মুসলমানগণ, আমি আপনাদিগকে হাকিম বিন হিযাম সম্বন্ধে সাক্ষী রাখিতেছি। আমি তাঁহার সম্মুখে তাঁহার হক (ন্যায্য অংশ) উপস্থিত করিয়াছি। কিন্তু তিনি লইতে অস্বীকার করিয়াছেন।" বস্তুতঃ, হাকিম বিন্ হিযাম (রাঃ) মৃত্যু পর্যন্ত তাঁহার প্রতিজ্ঞা পালন করিয়াছিলেন এবং আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পর মৃত্যুকাল পর্যন্ত কাহারো নিকট হইতে কিছুই গ্রহণ করেন নাই।

['বুখারী ; 'কিতাবুল ওসিয়ত ; 'বাবু তামিলু কাউলাহু মিম্-বায়দে ওয়াসিয়তিহি ইউদি বেহা ; ১ঃ২৮৪পৃঃ]

৪৭৫। হযরত কাবিসা বিন মুখারিক রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন: "আমি এক ব্যক্তির ঋণের জিম্মা নিয়া আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খেদমতে হাজির হইলাম এবং এই ব্যাপারে তাঁহার (সাঃ) সাহায্য প্রার্থনা করিলাম। তিনি (সাঃ) ফরমাইলেন: 'সাদকার মাল আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর'। অতঃপর, তিনি (সাঃ) ফরমাইলেন: 'কাবিসা, তিন ব্যক্তি ছাড়া কাহারো পক্ষে চাওয়া জায়েয নয়। এক, সেই ব্যক্তি যে কোনো বিপদগ্রস্তর জিম্মা নেয়। চাহিবার অনুমতি তাহার জন্য আছে, যাহাতে সে এই ভার বহণ করতে এবং দায়িত্ব পুরা করতে পারে। দ্বিতীয়, যাহার উপর কোন বিপদ উপস্থিত হইয়া তাহার ধন-সম্পত্তি বরবাদ হয়। তাহার পক্ষেও সাওয়াল জায়েয, যেন পরিমিত উপায়ে জীবিকা নির্বাহ করিতে পারে। তৃতীয়, যাহার অনসন ঘটিয়াছে এবং মহল্লার তিনজন বিবেচনা-শীল, বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি এই তসদিক করেন (সত্যতা সমর্থন করেন), সে অনাহারে মরিতেছে। তাহার পক্ষেও প্রার্থী হওয়া বৈধ, যেন সে কালাতিপাত করিতে পারে। এই জরুরতমন্দ (প্রয়োজনশীল) ব্যক্তি ছাড়া কাহারও ভিক্ষা চাওয়া আল্লাহতায়ালার অসন্তুষ্টি ক্রয় করা মাত্র। ['মুসলিম; 'কিতাবুল যাকাহ, 'বাবু মান্ তাহেল্লো লহু মাসয়ালাতু, ১:৪২৩পৃঃ]

৪৭৬। হযরত আম্‌র বিন্ সা'দুল আনসারী রাযিয়াল্লাহু আন্হু বলেন যে, তিনি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে এই ফরমাইতে শোনিয়াছেন: "তিনটি বিষয় কার্যকরী হওয়া সম্বন্ধে আমি কসম খাইতে পারি। তোমরা এইগুলি স্মরণ রাখিবে। প্রথম, সদকা-দানে কাহারো মাল কমে না। দ্বিতীয়, সেই মযলুম (অত্যাচারিত) ব্যক্তি যে জুলুমের জন্য সবুর করে, আল্লাহতায়ালা তাহাকে সম্মান দান করেন। তৃতীয়, যখন কোনো ব্যক্তি সওয়াল ও ভিক্ষার দরোজা তাহার জন্য খোলে, আল্লাহতায়ালা দারিদ্র ও অভাবের দরোজা তাহার জন্য খোলিয়া দেন। স্মরণ রাখিবে, পৃথিবীতে চার প্রকার মানুষ বাস করে: এক, যাহাদিগকে আল্লাহতায়ালা মাল ও জ্ঞান দিয়াছেন, এবং সৎ-নিয়াতেস্বীয় স্রষ্টা ও পালনকর্তা, রাব্বকে ভয় করে, আত্মীয়দের প্রতি সুব্যবহার করে এবং আল্লাহতায়ালার হক চেনে। ইহারাই হইল সর্বাপেক্ষা উচ্চ শ্রেণীর মানুষ। দ্বিতীয়, ঐ মানুষ যাহাকে আল্লাহতায়ালা জ্ঞান দিয়াছেন, কিন্তু মাল দেন নাই এবং সে সাচ্চা নিয়ৎ নিয়া বলে: 'আমার মাল হইলে অমুক দানশীল ব্যক্তি হায় আমিও মাল খরচ করিতাম তাহার নিয়তের সওয়াব জরুর সে পাইবে এবং প্রথম ব্যক্তির সম-শ্রেণী হইবে। তৃতীয়, ঐ ব্যক্তি যাহাকে আল্লাহতায়ালা মাল ত দিয়াছেন কিন্তু জ্ঞান দেন নাই। সে তাহার মাল বিচার-বিবেচনা না করিয়া অ-স্থানে খর্চা করে এবং এই খর্চা সম্বন্ধে আল্লাহতায়ালাকে ভয় করে না, আত্মীয় স্বজনকে দেয় না, সদব্যবহার করে না, আল্লাহতায়ালার হক বুঝে না। এরূপ ব্যক্তি বড়ই দুর্ভাগা এবং কুকর্মী। চতুর্থ, ঐ মানুষ যাহাকে আল্লাহতায়ালা মাল দেন নাই জ্ঞানও দেন নাই। কিন্তু সে আগ্রহ রাখে, তাহার নিকট মাল হইলে সেও ঐ দুষ্কৃতিপরায়ণ 'বদকারের' ন্যায় ব্যয় করিবে এবং বিলাসিতায় জীবন যাপন করিবে। সুতরাং এই দুষ্ট ভাবাপন্ন ব্যক্তিও তাহার নিয়তের (উদ্দেশ্যের) কুফল পাইবে এবং তৃতীয় ব্যক্তির ন্যায় বরং তদপেক্ষা মন্দ পরিণাম তাহার হইবে। ['তিরমিযি; কিতাবুল যুহদ; 'বাবু মা মাসালুদ দুনইয়া মাসালু আর্বয়িন, ২:৫৬পৃঃ]

(ক্রমশঃ

('হাদিকাতুস সালেহীন' গ্রন্থের ধারাবাহিক বঙ্গানুবাদ):

—এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর

অমৃত বানী

ইসলামের বিজয়ের জন্য কাতর প্রার্থনা

"হে আরহামুর রাহেমীন—পরম, শ্রেষ্ঠ দয়ালু খোদা! তোমার এক অধম অক্ষম ত্রুটিময় অযোগ্য বান্দা গোলাম আহমদ, যে তোমারই ভারতভূমে বাস করে, তাহার বিনীত নিবেদন এই যে, 'হে আরহামুর রাহেমীন! তুমি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হও এবং আমার গোনাহ্-ত্রুটি ক্ষমা কর, কেননা তুমি গফুর ও রহীম। এবং তুমি আমার দ্বারা সেই কাজ গ্রহণ কর যাহাতে তুমি অতিশয় সন্তুষ্ট হও। পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে যেরূপ ব্যবধান বিরাজিত, তদ্রূপ ব্যবধান তুমি আমার এবং আমার নফ্সের বাসনা-কামনা) মধ্যে সৃষ্টি কর। আর আমার জীবন ও মরণ এবং আমার মধ্যে বিদ্যমান প্রতিটি শক্তিকে তোমারই পথে নিয়োজিত কর এবং তোমারই প্রেমে আমাকে জীবিত রাখ ও তোমারই প্রেমে আমাকে মৃত্যু দাও এবং তোমারই পূর্ণ প্রেমিকগণের মধ্যে আমাকে পুণরুত্থিত কর।

হে আরহামুর রাহেমীন! যে কার্যের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য তুমি আমাকে প্রত্যাদিষ্ট করিয়াছ এবং যে খেদমতের জন্য তুমি আমার হৃদয়ে প্রেরণা ও উদ্দীপনা দান করিয়াছ, উহাকে তুমি তোমারই অনুগ্রহে পরিণামে সাফল্যে ভূষিত কর। এবং এই অধমের হাতে ইসলামের হুজ্জত (চূড়ান্ত যুক্তি-প্রমাণ) বিরুদ্ধবাদীগণের উপর এবং ইসলামের সৌন্দর্য সম্বন্ধে এখনও যাহারা অজ্ঞ তাহাদের সকলের উপর পূর্ণরূপে কায়েম কর। এই অধম এবং তাহার সকল প্রেমিক ও নিষ্ঠাবান অনুসারীবৃন্দকে স্বীয় ক্ষমা ও করুণার দৃষ্টিতে এবং রক্ষণাবেক্ষণের ছায়ায় রাখিয়া দ্বীন ও দুনিয়ায় তুমি নিজেই তাহাদের তত্ত্বাবধায়ক ও প্রতিপালক হও এবং তাহাদের সকলকে 'দারুর রেযা' (সন্তুষ্টির মর্যাদায় উপনীত কর এবং তোমার রসুলে মকবুল সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লামের এবং তাঁহার আল ও আসহাবের উপর সর্বাধিক পরিমাণে দুরূদ ও সালাম এবং বরকত নাযিল কর। আমীন, পুনঃ আমীন।" (আল-হাকাম পত্রিকা, ষষ্ঠ সংখ্যা, ১০ই আগষ্ট ১৮৯৮ইং—এনয়ামাতে খোদা ওয়ান্দে করীম, পৃঃ ১৪)

"হে আমার কাদের (সর্বশক্তিমান) খোদা! আমার সকরুণ প্রার্থনা ও বিনীত নিবেদনসমূহ শ্রবণ কর ও কবুল কর এবং এই কওমের কর্ণ ও হৃদয় খুলিয়া দাও এবং আমাদিগকে সেই সময় দেখাইয়া দাও, যখন জগতে বাতিল (মিথ্যা) মাবুদসমূহের আরাধনার অবসান ঘটে, পৃথিবীতে তোমারই এবাদত ও অর্চনা পরম নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা সহকারে কায়েম হয়, তোমার সত্যপরায়ণ ও তৌহীদবাদী বান্দাগণের দ্বারা পৃথিবী সেইরূপ পরিপূর্ণ হয় যেরূপ সমুদ্র জলরাশীর দ্বারা পরিপূর্ণ রহিয়াছে এবং তোমার রসুল করীম মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের আযমত (মাহাত্ম্য) ও সত্যতা মানব-হৃদয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। আমীন। হে আমার সর্বশক্তিমান খোদা! তুমি আমাকে এই পরিবর্তন জগতে সংঘটিত হইতে দেখাও। আমার দোওয়াসমূহ কবুল কর। সর্বপ্রকার শক্তি ও সামর্থ্যের একমাত্র তুমিই অধিকারী। হে সর্বশক্তিমান খোদা! তদ্রূপই কর। আমীন, পুনঃ আমীন"। (হাকীকাতুল ওহীর উপসংহার, পৃঃ ১৬৪)

অনুবাদ: মোঃ আহ্মদ সাদেক মাহ্মুদ

৮৭তম কেন্দ্রীয় বিশ্ব সালানা জলসার দ্বিতীয় দিবসে সৈয়েদনা হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ)-এর

ঈমানবর্ধক সারগর্ভ ভাষণ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর একটি অসাধারণ ভবিষ্যদ্বাণীর অসাধারণ পূর্ণতা

ভবিষ্যতে জামাতের কোনো মেধাবী সন্তানকে নষ্ট হইতে দেওয়া হইবে না ; মেধাবী ছাত্রকে পঞ্চম শ্রেণীর পরীক্ষার পর হইতেই জামাত তত্ত্বাবধান করিবে।

বন্ধুগণ দোওয়া করুন, আল্লাহতায়ালা যেন জামাতকে আগামী দশ বৎসর এবং উহার পরবর্তী একশত বৎসরে বিজ্ঞানের সকল ক্ষেত্রে পর্য্যায়ক্রমে একশত এবং একহাজার সুগবেষক বৈজ্ঞানিক দান করেন।

জামাত আহ্‌মদীয়ার বর্তমান তৃতীয় খলিফা হযরত হাফেজ মির্যা নাসের আহ্‌মদ (আইঃ) ২৭শে ডিসেম্বর ১৯৭৯ইং, রাবওয়ায় অনুষ্ঠিত ৮৭তম কেন্দ্রীয় বিশ্ব সালানা জলসায় বলেন :

আসল কথা এই যে, আল্লাহতায়ালা হযরত ইমাম মাহদী মসীহ মওউদ (আঃ)-কে ইসলামের প্রাধান্য বিস্তার সম্পর্কে যে সকল ভবিষ্যৎ-সংবাদ দান করিয়াছেন সেগুলির মধ্যে একটি ইহাও, যেমন তিনি বলেন :

"খোদাতায়ালা আমাকে বারংবার জানাইয়াছেন যে, তিনি আমাকে বহু সম্মানে বিভূষিত করিবেন এবং মানুষের হৃদয় আমার প্রতি ভক্তিতে আপ্লুত করিয়া দিবেন। তিনি আমার অনুসারীগণের সংঘকে সারা জগতে বিস্তৃত করিবেন এবং তাহাদিগকে সকল জাতির উপর জয়যুক্ত করিবেন। আমার অনুসারীগণ এরূপ অসাধারণ জ্ঞান ও তত্ত্ব-দর্শিতা লাভ করিবে যে, তাহারা স্ব স্ব সত্যবাদীতার জ্যোতিতে এবং যুক্তিপূর্ণ প্রমাণ ও নিদর্শনাবলির প্রভাবে সকলের মুখ বন্ধ করিয়া দিবে।"

অতি মহান এই এলহাম ও ভবিষ্যদ্বাণী : "আমার সম্প্রদায়ভুক্ত অনুসারীগণ এরূপ অসাধারণ জ্ঞান ও তত্ত্ব-দর্শিতা লাভ করিবে যে, তাহারা স্ব স্ব সত্যবাদীতার জ্যোতিতে এবং যুক্তিপূর্ণ প্রমাণ ও নিদর্শনাবলির প্রভাবে সকলের মুখ বন্ধ করিয়া দিবে।"

আমার অন্তরে এই আকাঙ্খার উদয় হইয়াছে যে, আগামী দশ বৎসর পরবর্তী শতকে, যাহাকে আমি 'ইসলামের প্রাধান্য বিস্তারের' শতাব্দী বলি, আমরা এক হাজার বৈজ্ঞানিক

ও গবেষক চাই এবং উহার পূর্ববর্তী আগামী দশ বৎসরকালে একশতজন বৈজ্ঞানিক ও গবেষক আমাদের প্রয়োজন। কিন্তু আজ পর্যন্ত ভবিষ্যদ্বাণীটি উল্লিখিত ক্ষেত্রে এরূপ ছিল যাহার বিকাশস্থল একজনও আমাদের সামনে ছিল না, অর্থাৎ এরূপে যাহার বিকাশ ঘটিত যে স্বীয় জ্ঞানমূলক গবেষণায় সে আকাশমালায় (শীর্ষ স্থানে) গিয়া উপনীত হইত যাহাতে প্রকৃতপক্ষে তাহার সম্পর্কে বলা যাইতে পারিত যে অসাধারণ জ্ঞান ও তত্ত্ব-দর্শিতায় সে কামলিয়ত ও শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছে এবং স্বীয় সত্যতবাদীতার জ্যোতি এবং যুক্তিপূর্ণ প্রমাণ ও নিদর্শনাবলীর প্রভাবে সকলের মুখ বন্ধ করিয়া দিয়াছে।

আইনষ্টাইন (তাঁহার গবেষণার ক্ষেত্রে) অতি মহান বৈজ্ঞানিক ছিলেন; তিনিও এই ক্ষেত্রে কাজ করিয়াছেন কিন্তু বিফল হইয়াছেন। ডঃ সালাম সেই ক্ষেত্রে কাজ করিয়া সফলকাম হন এবং নোবেল পুরস্কার লাভ করিয়া জগতের শীর্ষ-বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন। (এই পর্যায়ে হুজুর মোহতারম ডঃ আবদুস সালাম সাহেবকে ষ্টেজে আসিয়া উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দের সামনে ভাষণদানের জন্য ইরশাদ করেন)। সুতরাং ডঃ সালাম তাঁহার সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলেন:

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده و نصلى على رسوله الكريم

সৈয়েদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ! আহ্‌বাবে জামাত!

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

প্রায় পনের বৎসর পূর্বে আমার শ্রদ্ধেয় পিতা মরহুম চৌধুরী মোহাম্মদ হুসেন সাহেব, (যাঁহার রুহের মাগফিরাতের জন্য আমি দোয়ার আবেদন জানাইতেছি) তিনি তাঁহার ডাইরিতে নিম্নরূপ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন:

"হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এম, এ, মরহুম এই অধমকে লণ্ডনে এক পত্র লিখিয়াছিলেন, উহাতে লিপিবদ্ধ ছিল যে, 'আমি আপনার স্নেহভাজন পত্র সম্বন্ধে সুদূর দিগন্তে হযরত মসীহ মওউদ আলাইহেস সালামের এক ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইতে দেখিতে পাইতেছি।"

অতঃপর আমার পিতা ভবিষ্যদ্বাণীটি হুবুহু উদ্ধৃত করিয়াছেন:

"আমার অনুসারীগণ এরূপ অসাধারা জ্ঞান ও তত্ত্ব দর্শিতা লাভ করিবে যে, তাহারা স্ব স্ব সত্যবাদীতার জ্যোতিতে এবং যুক্তিপূর্ণ প্রমাণ ও নিদর্শনাবলির প্রভাবে সকলের মুখ বন্ধ করিয়া দিবে।

অতএব হে শ্রোতৃবর্গ! এই কথাগুলি স্মরণ রাখিও এবং এই ভবিষ্যদ্বাণীগুলিকে আপন আপন সিন্দুকে সুরক্ষিত করিয়া রাখ। ইহা খোদার বাণী। একদিন ইহা পূর্ণ হইবে।"

[তজল্লিয়াতে ইলাহীয়া—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) কতৃক প্রতীত—পৃঃ ১৭, ১৮]

আমার হৃদয় সেই পবিত্রতম সত্তার প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতার উদ্বেল, যিনি যুগ-ইমামের, আমার পিতা-মাতার এবং জামাতের বন্ধুদের ক্রমাগত, নিরবচ্ছিন্ন ও বহু-কালীন দোওয়া সমূহকে কবুলিয়তের মর্যাদাদান করিয়াছেন এবং ইসলামী জগত ও পাকিস্তানের জন্য আনন্দের উপকরণ সৃষ্টি করিয়াছেন। (পাকিস্তান—জিন্দাবাদ)

কুরআন করীমে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁহার দৈহিক ও আধ্যাত্মিক সন্তানদের উদ্দেশ্যে দোওয়া করিয়াছিলেন :

فاجعل افئدة من الناس تهوى اليهم

—"হে খোদা! তুমি মানুষের হৃদয়গুলিকে তাহাদের দিকে আকৃষ্ট করিয়া দাও।"

বিগত কয়েক সপ্তাহ ব্যাপী উক্ত প্রকারের প্রীতি ও ভালবাসারই অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে (পাকিস্তানের) জনাব প্রেসিডেন্ট এবং সমগ্র (পাকিস্তানী ও বিশ্ব-মুসলিম) জাতির পক্ষ হইতে। ইহার জন্য আমি তাঁহাদের সকলের প্রতি একান্ত কৃতজ্ঞ এবং আখেরাতে 'বাব্বুল-ইজ্জত' আল্লাহতায়ালার দরবারে সিজদাবনত। কেননা —ان العزة لله جميعا 'সকল প্রকার সম্মানের মালিক আল্লাহতায়ালাই।"

অতঃপর মোহতারম ডঃ সাহেব 'আস-সালামু আলাকুম' বলিয়া তাঁহার আসন গ্রহণ করেন এবং হুজুর আকদাস (আঃ) পুনঃরায় তাঁহার বক্তৃতা আরম্ভ করেন :

এই প্রসঙ্গে উচ্চারিত না'রা সমূহের মধ্যে একটি না'রা হইল স্থান সম্পর্কিত—তাহা হইবে এইরূপ যে, ان اول بيت وضع للناس অনুযায়ী "খানা-এ-কা'বা—জিন্দাবাদ।" স্থানের সহিত সম্পর্কিত দ্বিতীয় না'রা হইবে এই যে, খানা-এ-কা'বার প্রেমে বিভোর এক পাকিস্তানী যেহেতু উক্ত পুরস্কার লাভ করিয়াছে, সেহেতু "পাকিস্তান—জিন্দাবাদ"।

তৃতীয় না'রা হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর নামে, যাঁহার কল্যাণ প্রবাহের ফলশ্রুতিতেই তাঁহার দিকে আরোপিতগণ খোদাতায়ালার এরাদা ও ইচ্ছায় এবং হুকুম মোতাবেক জাগতিক সম্মান-সম্ভ্রম লাভ করিয়া থাকে—এই দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে না'রা হইবে, "মোহাম্মদ (সাঃ)—জিন্দাবাদ", খাতামান-নবীয়ীন (সাঃ)—জিন্দাবাদ।" মানবজাতির প্রসঙ্গে দ্বিতীয় (এবং ক্রমিক নম্বর অনুযায়ী চতুর্থ) না'রা হইবে, হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতি চূড়ান্ত এশ্‌ক ও মহব্বত পোষণকারী এবং বর্তমান-যুগে মোহাম্মদ (সাঃ)-এর ফয়েজ ও কল্যাণ বিতরণকারী 'ইমাম মাহদী মসীহ্ মওউদ (আঃ)—জিন্দাবাদ'। আর তৃতীয় দিক হইতে পঞ্চম না'রা সেই তালিম ও শিক্ষার নামে, যে শিক্ষা মানবীয় মন-মস্তিষ্ককে আলোকিত ও বিকোশিত করে এবং অন্ধকাররাশীকে অপসারিত করিয়া তদস্থলে নূর ও আলোকে প্রতিষ্ঠিত করে, সেই হিসাবে না'রা হইবে 'ইসলাম জিন্দাবাদ'। আর চতুর্থ দিক হইতে ষষ্ঠ না'রা—সর্বাপেক্ষা মহান ও বুনিয়াদী নারা—আল্লাহর নামে, যিনি সর্বস্রষ্টা (খালিক) ও সর্বকর্তা (মালিক) এবং যিনি সর্বময় হাকিম ও শাসক, সেই অনুযায়ী—"না'রায়ে তকবীর—আল্লাহু আকবার"। [উল্লেখিত প্রতিটি না'রা শ্রোতৃমণ্ডলীর গণ-সমূদ্র হইতে গগণ-চম্বী কণ্ঠে উচ্চারিত হইতে থাকে, আর না'রায়ে তকবীর যখন তাঁহারা সজোরে উচ্চারণ করেন তখন হুজুর আকদাস উহা আরও ছয় বার উচ্চারণ করিতে বলিতে গিয়া নিজেও আত্মহারা হইয়া "আল্লাহু আকবার, আল্লাহ আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার" উচ্চারণ করিতে থাকেন।] তারপর বলেন : আর কোন না'রা নয়, ; এবং পঞ্চম কথা এই যে, এখন নিরবে আপনারা আমার কথা শুনুন।

আমি শিক্ষা সম্বন্ধে কথা বলিতেছিলাম—পুস্তকাবলীর সম্বন্ধে—তাহা এই যে, সেগুলি পাঠ করা উচিত, প্রণয়ন করা উচিত। এই প্রসঙ্গে কতকগুলি কথা বলিয়াছি। আপনারা মনোযোগ দিন। আপনাদের মনোযোগ ব্যতিরেকে অর্থাৎ খরিদদারগণের মনোযোগ ব্যতীত পত্র-পত্রিকা এবং পুস্তকাবলীর মানোন্নয়ন সম্ভবপর নয়।

এ প্রসঙ্গেই এখন আমি দ্বিতীয় এবং অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অবতারণা করিতে যাইতেছি। সে বিষয়টি হইল বিশিষ্ট মেধাসম্পন্ন সন্তান সম্পর্কে, যাহা মাতৃ-ক্রোড়ে খোদাতায়ালার রহমতেই আসিয়া থাকে, ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময়ে; উহাকে হয়ত ব্যর্থ করিয়া দেওয়া হয়, অথবা সযত্নে শামলানো হয়। আমি পূর্বেও বলিয়াছি, এখনও বলিব এবং ভবিষ্যতেও বলিতে থাকিব, আসল কথা তো এই যে, কোন মেধাবী মানবসন্তান, সে আফ্রিকার জঙ্গলেই জন্ম গ্রহণ করুক অথবা নিউ ইয়ার্কের প্রাসাদসমূহে, সে মস্কোতে ভূমিষ্ঠ হউক অথবা খানা-এ-কা'বার এলাকায় জন্মলাভ করুক—কোন মেধাবী মানবসন্তানই (যাহার মেধা আল্লাহতায়ালারই দান) নষ্ট হওয়া উচিত নয়। মানবজাতির উচিত, সেই সন্তানটিকে, সেই মেধাটিকে সযত্নে শামলানো। ইহা এক বুনিয়াদি সত্য এবং মৌলগত নীতি, যাহা ইসলাম আমাদিগের জ্ঞানগোচর করিয়াছে এবং যাহা ইসলাম কায়েম করিতে চায়।

কিন্তু জামাত আহমদীয়া এই মৌলিক নীতিটি আজ কার্যতঃ কায়েম করিতে সক্ষম নয়—ইহাও একটি বাস্তব সত্য। যতটুকু আমাদের পক্ষে সম্ভবপর ততটুকুই আমরা করিয়া থাকি। এক সময়ে আমাদের দ্বারা এটুকু করা সম্ভব হইয়াছিল যে, ১৯৪৪ইং সনে (কাদিয়ানে) তালিমুল-ইসলাম কলেজের যখন ভিত্তি স্থাপন করা হইল [সেই সময়ে মনসুরা বেগম অসুস্থ ছিলেন; হযরত সাহেব (খলিফাতুল মসীহ সানী—রাঃ) আমরা উভয় স্বামী-স্ত্রীকে (তাহার চিকিৎসার্থে) দিল্লীতে পাঠাইলেন; আমি সেখানেই ছিলাম; আমার অবর্তমানে] তখনই আমাকে (উক্ত কলেজের) প্রিন্সিপাল নিযুক্ত করা হইয়াছিল।

যখন আমি কুরআন করীম হেফ্‌জ করিয়াছিলাম এবং মৌলবী ফাজেলও পাশ করিলাম, তখন আমি ইংরেজী শিক্ষা আরম্ভ করিলাম। তারপর লাহোর গভর্ণমেণ্ট কলেজে শিক্ষা লাভ করিলাম। এরপর অক্সফোর্ড চলিয়া গেলাম। যখন সেখান হইতে ফিরিয়া আসিলাম তখন হযরত সাহেব (রাঃ) মনে করিয়াছিলেন যে, আমি হয়ত আরবী ভুলিয়া গিয়াছি, ধর্মীয় তা'লীম ভুলিয়া গিয়াছি, তাই তিনি আমাকে জামেয়া আহমদীয়ায় শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত করিলেন। সুতরাং আমি আবার নতুনভাবে প্রস্তুতি করিলাম, পড়িলাম এবং পড়াইলাম। ১৯৩৮ইং সনের শেষের দিক হইতে ১৯৪৪ইং পর্যন্ত জামেয়া আহমদীয়ায় আমি একজন শিক্ষক, অতঃপর প্রিন্সিপাল হিসাবে কাজ করি।

তারপর ১৯৪৪ইং সনে যখন কলেজ স্থাপিত হইল, তখন আমাকে জামেয়া আহমদীয়া হইতে সরাইয়া বলা হইল যে, তোমাকে কলেজের প্রিন্সিপাল নিযুক্ত করা হইল। (আমি ওয়াকেফে জিন্দেগী; আমি এই ঘটনা শুনাইতেছি যে প্রতি ক্ষেত্রে ও প্রতি পদে প্রতিটি হুকুম আমি সন্তুষ্টচিত্তে স্বতঃস্ফূর্তভাবে গ্রহণ করিয়াছি ও পালন করিয়াছি। আমি আমার জীবন

ওক্‌ফ (উৎসর্গ) করিয়াছিলাম খেদমতের উদ্দেশ্যে, নিজের আরামের জন্য তো করি নাই)। মোট কথা আমি প্রিন্সিপাল নিয়োজিত হইলাম। হযরত মুসলেম মওউদ (রাঃ) আমাকে এক হেদায়ত ও নির্দেশ দান করিয়া ছিলেন, তাহা ছিল: এই পশ্চাৎপদ ও অনুন্নত দেশের শিক্ষার মান উন্নয়নের উদ্দেশ্যে এই কলেজটি খুলিয়াছি, তবলীগের জন্য খুলি নাই। উহার জন্য অন্যান্য সংস্থা আছে। সেইজন্য এই কলেজে, যে কোন আকীদার অনুযায়ী ও মতাদর্শী ছাত্র হউক না কেন, যদি সে গরীব ও মেধাবী হয়, তবে তোমার সামর্থ্য ও শক্তি থাকিলে তোমার সাধ্যমত তাহাকে পড়াইতে হইবে।' এ বিষয়টি হযরত মুসলেহ মওউদ (রাঃ) আমার মন-মস্তিষ্কে উত্তমরূপে প্রবিষ্ট করাইয়া দিয়াছিলেন। আল্লাহ জানেন, ولا فخر কোন আত্মগর্ব নয়'—আমাদের জামাতের মেযাজ বা স্বভাব হইতেছে, নিঃস্বার্থরূপে সেবা ও খেদমত করা এবং প্রত্যেক আহমদীরও মেযাজ ও স্বভাব ইহাই।

ইউনিভার্সিটির নিয়ম এই যে, একজন অধ্যক্ষ সর্বমোট ছাত্রদের মধ্যে শতকরা দশ জনের অর্ধেক ফিস ক্ষমা করিতে পারে; উহার বেশী নয়। অর্থাৎ, যদি চার শত ছাত্র থাকে তাহা হইলে শুধু চল্লিশজনের অর্ধেক ফিস রহিত করিতে পারে। উহার উর্ধে করিতে পারে না। আমার প্রতি যে আদেশ ছিল তাহা ছিল এই যে, মেধাবী ছাত্রকে পড়াইবার সামর্থ্য থাকিলে তাহাকে পড়াও। সত্য কথা এই যে, কাহাকেও আমি জিজ্ঞাসা করি নাই যে, ইউনিভার্সিটির নিয়ম আমি ভঙ্গ করিয়া দিব, কি দিব না; আমি এ চিন্তাই করিয়াছি যে, 'আমার ইমাম হযরত মুসলেহ মওউদ (রাঃ) যেহেতু বলিতেছেন, যতদূর সামর্থে কুলায় ততদূর পড়াও'; সুতরাং আমি আমার সাধ্যমত পড়াইতে থাকি। আমি এক শতের মধ্যে পঞ্চাশ জনের ফিস ক্ষমা করিয়া দেই; চার শতের মধ্যে চল্লিশ জনের নয়। অর্থাৎ শতকরা দশ জনের স্থলে শতকরা পঞ্চাশ জনের ফিস ক্ষমা করিয়া দেই। ইহাদের মধ্যে আবার শতকরা পঞ্চাশজন এরূপ ছাত্র ছিল যাহারা আহমদী ছিল না, আহমদীয়াতের সঙ্গে তাহাদের কোনই সম্পর্ক ছিল না। আমাকে বলা হইয়াছিল যে, ইহা একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, তবলীগি প্রতিষ্ঠান নয়। যে দরিদ্র মেধাবী ছাত্রই আমার নিকট আসিয়াছে, তাহাকে আমি ভর্তি করিয়াছি। শুধু তাহার ফিসই ক্ষমা করি নাই বরং খুরাকীর ব্যবস্থাও করিয়াছি। অনেক সময় তাহার পোষাকের ব্যবস্থাও করিয়াছি, তাহার চিকিৎসার ব্যবস্থাও করিয়াছি।

আমরা (পার্টিশনের পর) লুণ্ঠিত ও ছিন্নমূল হইয়া যখন লাহোরে আসিলাম, তখন লাহোরের এক (গয়র আহমদী) ছাত্রকে ভর্তি করি। বড়ই সুন্দর ও ভাল পরিবারটি! তাহার বড় ভাই একমাত্র উপার্জনশীল; একশত দশ টাকা বেতন সে পাইতেছিল। অন্ধ পিতা ও অন্ধ মাতা—এই পরিবারটিকে সে একা প্রতিপালন করিতেছিল। সে তাহার ছোট ভাইকে মেট্রিক পর্যন্ত পড়াইয়াছিল। সে আমার নিকট আসিল এবং বলিল, সমস্ত লাহোরে ঘুরিয়াছি; কোন কলেজই আমাকে পড়াইতে প্রস্তুত নয়। সে ৬৪০ এর কাছাকাছি নম্বর লাভ করিয়াছিল অর্থাৎ বৃত্তিলাভ যোগ্য নম্বর হইতে সামান্য কিছু কম, আর ২০ নম্বর বেশী পাইলে,

সে বৃত্তি পাইতে পারিত। সে আমাকে বলিল, 'আমাকে কেহ বলিয়াছে যে, যদি তুমি পড়িতে চাও, তাহা হইলে তা'লীমুল ইসলাম কলেজে চলিয়া যাও।' আমি বলিলাম, 'খুব ভাল করিয়াছ যে তুমি চলিয়া আসিয়াছ। আমি তোমাকে ভর্তি করিব; তুমি কাল সকালে আসিও এবং দশটাকা সঙ্গে আনিও।' এখন আমি আপনাদের সঙ্গে কথা বলিতেছি। আমার বড়ই দুঃখ হইতেছে, আমি তাহার নিকট হইতে দশ টাকা লইয়া তাহাকে কষ্ট দিয়াছি। হয়ত কয়েকদিন পর্যন্ত তাহারা অর্ধাহারে কাটাইয়াছে। সেই পরিবারটিতে এতই দারিদ্র ছিল, কিন্তু আমার মন এই ফায়সালা করিয়াছিল যে, যদি আমি তাহার নিকট হইতে কোরবাণী গ্রহণ না করি, তাহা হইলে সে তাহার পড়া-শুনায় দুর্বল হইয়া পড়িবে; তাহাকে নিজে লেখা-পড়ার ক্ষেত্রে কিছু কুরবাণী দেওয়া উচিত। দশ টাকা তাহার নিকট হইতে লইলাম, আর চার বৎসর তাহাকে পড়াইলাম। বি, এ, পাশ করিয়া সে আমাদের নিকট হইতে গিয়াছে।

একবার সে অসুস্থ হইয়া পড়িল। ডাক্তারের নিকট পাঠাইলাম, সঙ্গে একজন প্রফেসরকেও পাঠাইলাম। সেই ডাক্তার খুব বিখ্যাত—মোটা ফিস গ্রহণকারী; তিনি আমাকে জানিতেন—ডাঃ পিরজাদা সাহেব। আল্লাহতায়ালা তাঁহার মঙ্গল করুন। তিনি নিজে অত্যন্ত ভাল ডাক্তার ছিলেন—গরীবদের প্রতি খেয়াল রাখিতেন। আমি ভাবিলাম, তিনি তাহার কাপড় চোপড় দেখিয়া হয়ত মনে করিবেন, 'দরিদ্র একটি ছেলে আমার নিকট আসিয়াছে', তাই খুব একটা ভ্রূক্ষেপ করিবেন না; সাধারণভাবে ব্যবস্থা-পত্র লিখিয়া দিবেন, সঠিকরূপে তাহাকে দেখিবেন না। আমি তাহাকে বলিলাম 'তুমি বলিবে যে, আমি তোমাকে পাঠাইয়াছি। তা'লীমুল-ইসলাম কলেজে সে পড়ে, গরীব বলিয়া তাহাকে দেখা যায় কিন্তু যে কলেজে সে পড়ে উহা গরীব নয়। (খোদাতায়ালার উপর যাহারা নির্ভরশীল, তাহারা গরীব নয়) সুতরাং আমি বলিয়া পাঠাইলাম যে 'ভালরূপে তাহাকে দেখিবেন, ফিস যাহা নিতে চাহেন তাহা আপনি লইবেন, উত্তম ব্যবস্থা-পত্র লিখিয়া দিবেন; ঔষধ তো আমরা কিনিয়া দিব, তাহার দারিদ্রের দিকে তাকাইবেন না।' তিনশত কি সাড়ে তিনশত টাকা তাহার সেই এক রোগের উপর খরচ হইল, আর মাত্র দশ টাকা তাহার নিকট হইতে গ্রহণ করা হইয়াছিল। চার বৎসরে আমাদের এরূপ শতশত ছাত্র, যাহারা গরীব ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল কিন্তু খোদাতায়ালা তাহাদিগকে মেধা দান করিয়াছিলেন, আহ্‌মদীয়াতের আকীদার সহিত যাহাদের কোন সম্পর্ক ছিল না, সেই সকল ছাত্রকে এইভাবে আমরা পড়াইয়াছি। সকল দিক দিয়া তাহাদের প্রতি খেয়াল রাখিয়াছি, পিতার ন্যায় তাহাদিগকে ভালবাসিয়াছি, তাহাদের তরবিয়ত (চরিত্র গঠন) করিয়াছি। এরূপই এক ছেলে আমাদের কলেজ হইতে ইন্টারমিডেয়েট পাশ করিয়া সেনাবাহিনীতে যায়, তারপর সে ডি-সি লাগিয়া যায়, তারপর সে কমিশনার হয়। ভর্তির সময়ে তাহার খালা তাহাকে আনিয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন, 'ইহারা দুই ভাই, পড়িতে পারিতেছে না। আমাকে কেহ বলিয়াছে, আপনি

পড়াইয়া দিবেন।' আমি বলিলাম, 'ঠিক আছে, আমি পড়াইয়া দিব।' তাহারা সাহায্য পাওয়ার উপযুক্ত ছিল—মেধাবী ছিল। দেশ বিভাগের ফলে লুণ্ঠিত ও রিক্ত-হস্ত হইয়াছিল, মাতা-পিতা উভয় নিহত হইয়াছিল, যথাসম্ভব সেই দাঙ্গাতেই অথবা উহার নিকটবর্তী সময়ে।

মোটকথা, যতটুকু আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল, আমরা করিয়াছি। ইহা তো হইল অতীতের কথা। এখন বর্তমান বা নিকট-অতীতের কথা বলি। আমি ঘোষণা করিয়াছি যে এম, এ, এবং এম এস-সি তে যাহারা ভাল ছাত্র, তাহাদের জন্য আমি বৃত্তি নির্ধারণ করিতেছি, যাহাতে বিদেশে যাইয়া তাহারা উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতে পারে। সেই সময় ফিসগুলি কম ছিল। আমরা বলিলাম, ষাট পাউণ্ড আমরা দিব, আর কিছু তোমরা নিজেরা খরচ চালাইও। আমাদের দেশের অবস্থা অনুযায়ী ইহা মোটামোটি ভাল বৃত্তি। কিন্তু পরবর্তীতে বিদেশগুলিতে অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়াছে। ডক্টোর সাহেব বলুন, ইংল্যাণ্ডে কত খরচ পড়িবে যদি আমি একজন এম, এস-সি-কে সেখানে পি, এইচ, ডি করার জন্য পাঠাই, তাহাকে বাৎসরিক কত খরচ করিতে হইবে? (মুকাররম ডক্টর সালাম দাঁড়াইয়া নিবেদন করিলেন, আড়াই বা তিন হাজার পাউণ্ড)। ইহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, প্রায় ৭০-৭৫ হাজার রুপিয়া বৎসরে লাগিবে। সেই সময়ে তুলনামূলকভাবে কম লাগিত। আমি চেষ্টা করিয়াছি যে, অত্যন্ত মেধাবী যে সন্তান, তাহাকে আমরা বিনষ্ট হইতে দিব না। আমাদের প্রতিভা শালী (Genius) যুবকরা বিফলে যাইবে না। দ্বিতীয়তঃ আমি বলিয়াছিলাম যে, কতক-গুলি বৃত্তি এরূপ হইবে যেগুলি Open থাকিবে। যদি কোন ছেলে আহমদী নয়, সে যদি আমাদের ছেলেদের ডিঙ্গাইয়া যায়, তাহা হইলে সে আসুক, আমরা তাহাকে অত্যন্ত সন্তুষ্ট চিত্তে পড়াইব।

আমি কয়েকদিন হইতে চিন্তা করিয়াছি যে, যদি এরূপ কোন গরীব থাকে, যে বি, এ, পর্যন্তও পড়িতে পারে না, তাহাকে তো আমি কোন ফায়দা পৌঁছাইলাম না। ইস্তেগফার করিলাম এবং আজ আমি ঘোষণা করিতেছি যে, জামাত আহমদীয়া মেধাবী সন্তানকে প্রাইমারী হইতে শামলাইবে। পঞ্চম শ্রেণীর পরীক্ষা (বোর্ডের) যখন সে দিবে, যদি সে গরীব হইয়া থাকে, তাহা হইলে জামাত তাহাকে শামলাইয়া লইবে। আমি অনুমানিক হিসাব করিয়াছি; যদি প্রাইমারী পাশ ছাত্র বোর্ডিং-এ থাকে, অর্থাৎ কোন কারণ বশতঃ যদি সে ঘরে না থাকিতে পারে, তাহা হইলে তাহার একশত বাহান্ন টাকা (রুপিয়া) খরচ হইবে। ইহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, বার্ষিক প্রায় দুই হাজার টাকা (রুপিয়া) খরচ আসে, এবং দশম শ্রেণী পর্যন্ত প্রায় এই রূপেই চলে; আর কলেজে (প্রথম ও দ্বিতীয় বৎসরে) মাসিক প্রায় দুই শত পঁচিশ টাকা (রুপিয়া) খরচ হয়। তেমনি তৃতীয় ও চতুর্থ বৎসরেও একই খরচ। তারপর এম, এ, / এম, এস-সি-তে তিনশত ষাট টাকা (রুপিয়া) মাসিক খরচ হইবে। এই রূপে আমরা আনুমানিক হিসাব ধরিয়াছি।

বাহিরের কতক জামাতের মনেও আল্লাহতায়ালা ইহার উদ্রেক করিয়াছেন, আমার চিন্তা-ধারার প্রবাহের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ হইয়া ; প্রায় ২৫ হাজার (পাউণ্ড)-এর বৃত্তির জন্য ইংল্যাণ্ডের জামাত ওয়াদা করিয়াছে।

আমি এখন যে ঘোষণা করিতে চাই তাহা এই যে, আমরা ইনশাআল্লাহ্ জামাতের পক্ষ হইতে এই নূতন স্কীম অনুযায়ী বার্ষিক সোয়া লক্ষ টাকা (রুপিয়া) বৃত্তি দিব। ইহারা হইল সেই সকল ছাত্র যাহারা হইবে Genius-এর কিছুটা নিম্নশ্রেণীর। আর যাহারা Genius অর্থাৎ অসাধারণ মেধাবী ও প্রতিভাশালী সন্তান—(যাহাদের সন্ধান কোন কোন সময় প্রাইমারী-তেই পাওয়া যায়)—খোদাতায়ালা যদি আমাদিগকে এরূপ এক হাজার সন্তান দান করেন, তাহা হইলে জামাতের উচিত অর্ধাহারে থাকিয়াও তাহাদিগকে পড়ান, এবং ইনশায়াল্লাহ্ জামাত তাহাদিগকে পড়াইবে। ইহা (সোয়া লক্ষ টাকা বৃত্তিদানের বিষয়) আমি অসাধারণ মেধাবী সন্তানদের সম্পর্কে বলিতেছি না বরং তাহাদের নিম্নস্থ শ্রেণীর ছাত্রদের সম্বন্ধে বলিতেছি, যাহারা মেধাবী বটে কিন্তু অসাধারণ মেধাবী নয় এবং তাহারা দরিদ্র। ইহা পুরস্কার নয়, বরং ইহা হক আদায় মাত্র। দুইটি পৃথক পৃথক জিনিস আছে—এক তো পুরস্কার স্বরূপ পাওয়া যায়। উহা তো কোটিপতিও পাইতে পারে। আর এক হইল হক। শেষোক্ত শ্রেণীর যাহারা, তাহাদের ইহা হক যে, তাহাদিগকে যেন পড়ানো হয়। তাহাদের হক তাহাদিগকে দেওয়া হইবে।

এক লাখ পঁচিশ হাজার টাকার (রুপিয়া) বৃত্তি ইনশাআল্লাহ্ আমরা দিব। ইহার জন্য আমি একটি কমিটি গঠন করিব। উহার সভাপতি আমি এখনই নিযুক্ত করিয়া দিতেছি। তিনি এখানে (পাকিস্তানে) বিশেষ থাকেন না কিন্তু তাঁহার নিকট হইতে পরামর্শ লাভ করা যাইতে পারে। এখানে অবস্থানকারী কোন একজন নায়েব সভাপতি তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হিসাবে কাজ করিবেন। জামাত এখন ডঃ আব্দুস সালাম সাহেবকে এই সম্মাননা দান করিতেছে যে, আমি তাঁহাকে ঐ কমিটির সভাপতি (সদর) নিযুক্ত করিলাম, যাঁহার মাধ্যমে সোয়া লক্ষ টাকার বৃত্তি মেধাবী ছাত্রদের মধ্যে বিতরণ করা হইবে। আপনারা দোওয়া করুন, আল্লাহতায়ালা যেন ইহাতে বরকত দান করেন। আমার ধারণা, আল্লাহ্ যদি চাহেন তবে হয়ত আমরা আগামী বৎসর ইহাকে বাড়াইয়া বার্ষিক আড়াই লক্ষ করিয়া দিব। এবং তাহার জন্য আপনাদের নিকট একটি পয়সার জন্যও আপিল করা হইবে না। আল্লাহতায়ালা নিজেই উহার ব্যবস্থা করিবেন, ইনশাআল্লাহ্।

তবে আপনারা আমার সাহায্য করুন দোওয়ার দ্বারা। দুইটি বিষয় সংক্রান্ত দোওয়ার দ্বারা আমার সাহায্য করুন। একটি এই যে, আমি যে স্কীম পেশ করিলাম ইহার প্রবর্তন যেন জামাত এবং জাতির জন্য অতীব কল্যাণজনক হয় এবং (২) উহার চাইতেও গুরুত্বপূর্ণ দোওয়া নিজেদের রবের নিকট এই করুন যে, 'হে খোদা, মীর্যা নাসের আহমদের এই খায়েশ যে, আগামী একশত বৎসরের মধ্যে জামাত যেন এক হাজার শীর্ষপর্যায়ের অসাধারণ মেধাবী ও প্রতিভাসম্পন্ন বৈজ্ঞানিক লাভ করে ; হে খোদা! তুমি তাহার এই আকাঙ্খাটিকে পূর্ণ কর, এবং ইহার জন্য তিনি এবং আমরা যে সকল দোওয়া করিতেছি, তাহাও কবুল কর।'

আমার এই আকাঙ্খা যে, আগামী দশ বৎসরের মধ্যে আমরা একশত উত্তম বৈজ্ঞানিক খোদাতায়ালার নিকট প্রার্থনা করি। আমি ইহা বলি না যে, আমরা (উক্ত সংখ্যক) বৈজ্ঞানিক সৃষ্টি করিব। আমি কোথায় হইতে সৃষ্টি করিব অথবা আপনারই বা কি করিয়া সৃষ্টি করিতে পারেন? সমগ্র জগৎ একত্র হইয়াও একজন উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক সৃষ্টি করিতে পারে না। আমি খাহেশ রাখি যে, আগামী দশ বৎসরে আল্লাহতায়ালা যেন আমাদিগকে একশত শীর্ষস্থানীয় বিজ্ঞানী দান করেন, এবং আমার মনবাঞ্ছা এই যে, উক্ত দশ বৎসরের পরবর্তী একশত বৎসরে যে গুলির সমষ্টিকে আমি ইসলামের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার শতাব্দী বলি, সায়েন্স সংক্রান্ত সর্বক্ষেত্রে বিস্তৃত সিদ্ধিবান, নভোমণ্ডলী বিচরণকারী শ্রেষ্ঠ প্রতিভাশালী এক হাজার বৈজ্ঞানিক আল্লাহতায়ালা যেন আমাদিগকে দান করেন।

সায়েন্সের যেটুকু জ্ঞান বর্তমানে আমাদের বিদ্যমান আছে, উহা থিউরিটিক্যাল ও প্রেকটিক্যাল যে দুইটি রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে সেই অনুযায়ী উহা এক বড়ই মনোরম চিত্র তুলিয়া ধরে। মুকাররম ডক্টোর আব্দুস সালাম সাহেব (থিউয়িটিক্যাল ফিজিক্স যাঁহার বিষয়-বস্তু) লেবোরেটারীতে কাজ করেন না, তিনি তাঁহার ডেস্কে বসিয়া অংক ও হিসাবের ফরমুলা রচনা করেন এবং যে উচ্চতায় লেবোরেটারীর টেষ্ট পরবর্তী পর্যায়ে গিয়া পৌঁছিবে, সে উচ্চতায় তিনি তাঁহার কক্ষে বসিয়াই তাঁহার মস্তিস্ক-শক্তির দ্বারা উপনীত হন। অর্থাৎ চতুর্দিক অন্ধকার থাকে কিন্তু এর মধ্যেই আল্লাহতায়ালা আলোর সৃষ্টি করেন, ফলে তিনি ফর্মূলা তৈরী করিয়া ফেলেন। যখন ফর্মূলা রচনা সম্পন্ন হয়, তখন দুই প্রকারের প্রতিক্রিয়া সংঘটিত হয়। এক শ্রেণীর লোক বলে যে 'ইহা তো অলীক অর্থহীন কথা-বর্তা: সবই ভুল; জানি না, ডঃ সালামের মাথায় কি ঘটিয়াছে?' আবার বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে আর এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাহারা বলেন যে, 'ইহা পরীক্ষা করিয়া তো দেখা দরকার। দেখা যাক, ইহা কি দাঁড়ায়।'

এই যে থিউরিটিক্যাল ফিজিক্স, ইহাকে 'ফিজিক্স' নয়, 'সায়েন্স' বলা উচিত; কেননা ডক্টর সাহেব তাঁহার সাবজেক্ট—থিউরিটিক্যাল ফিজিক্সে যত আকর্ষণ রাখেন, তাহার চাইতে থিউরিটিক্যাল সায়েন্সে আমার আকর্ষণ রহিয়াছে। এজন্য যে, আল্লাহতায়ালা আমাদিগকে কুরআন করীমে বার বার বলিয়াছেন যে, আমার সিফাত বা গুণাবলীর যে সকল জ্যোতি-বিকাশ এই জগতে ঘটিয়া চলিয়াছে—যেমন, গম উৎপন্ন হইতেছে, খনিগুলি হইতে ভিন্ন ভিন্ন জিনিস বাহির হইতেছে, এই সবই আমার মাহাত্ম্য ও মহিমা, শ্রেষ্ঠতা ও একত্ব এবং অদ্বিতীয় মর্যাদার প্রমাণ স্বরূপ। এ সবকে খনন ও নিরীক্ষণ কর এবং উহাদের গভীরে নিহিত জ্ঞান আহরণ কর, তবেই তোমরা সন্ধান পাইবে যে, আমি কিরূপ মাহাত্ম্য ও মর্যাদার অধিকারী সত্তা।

আর এই যে মহা বিশ্ব-জগত, ইহার সম্পর্কে খোদাতায়ালা বলিয়াছেন, উহা সাত আকাশ ও পৃথিবী সম্বনয়ে বিরাজমান। মানুষের জন্য এই একটি পৃথিবী, আর সব গ্রহও নিজ নিজ বৈশিষ্টাবলী সহকারে বিদ্যমান। সাতটি মহাশুন্য (আকাশ) রহিয়াছে। কুরআন করীম বলে:

زينا السماء الدنيا بزينة ن الكواكب

অর্থাৎ, এই সপ্ত আকাশের মধ্যে প্রথমটি হইল সেই আকাশ, যাহার মধ্যে সমগ্র নক্ষত্র বিরাজ করিতেছে। দ্বিতীয়টি হইল সেই আকাশ বা মহাশুন্য যেখানে কোন নক্ষত্র নাই। উল্লিখিত আয়াতটির এই এক অন্তর্নিহিত তত্ত্ব বুঝিয়া লউন। নক্ষত্ররাজীর যে শোভা-সৌন্দর্য সচরাচর আপনারা দেখিতে পারেন না—কিন্তু যদি বৃষ্টি হইয়া যাওয়ার পর আকাশ সম্পূর্ণ পরিষ্কার হয়, পরিমণ্ডলে ও আকাশে ধুলা-ঝাপসা কিছুই না থাকে, তখন যদি আপনারা আট দশটির স্থলে কোটি কোটি নক্ষত্র অবলোকন করেন আর সেগুলি বিচিত্র দৃশ্যাবলী পরিগ্রহ করিতে থাকে তখনই খোদাতায়লার আজমত ও মহিমা আমাদের কল্পনায় উদ্ভাসিত হয়।

আর যতদূর এ পর্যন্ত আমাদের দৃষ্টি পৌঁছিতে পারিয়াছে উহা তো এক অতি ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে সীমিত। বৈজ্ঞানিক ও মহাশূন্য বিশেষজ্ঞগণের গবেষণা ও তত্ত্বানুসন্ধান যে পর্যন্ত উপনীত হইতে পারিয়াছে তাহা এপর্যন্তই যে এই السماء الدنيا—'প্রথম আকাশ'-এর মধ্যে নক্ষত্ররাজির গোত্রসমূহ রহিয়াছে, এগুলিকে তাঁহারা Galaxy (গ্যালাক্সি) বলিয়া থাকেন। আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন যে, প্রথম আকাশে নক্ষত্রসমূহ রহিয়াছে। সুতরাং সমগ্র নক্ষত্র-সমষ্টি প্রথম আকাশেই অবস্থিত এবং এই নক্ষত্র-গোষ্ঠী বা গোত্রের নামকরণ করা হইয়াছে (গ্যালাক্সি)। বৈজ্ঞানিকরা বলেন, গ্যালাক্সির সংখ্যা অগণিত ও অপরিসীম (অর্থাৎ তাঁহাদের জ্ঞানানুযায়ী অপরিসীম) এবং প্রতিটি গোত্রে এতগুলি সূর্য রহিয়াছে যে সেগুলিও গণনাতীত। আপনারা এখন বুঝিতে পারিয়াছেন তো? আর এই গোটাটাই হইল প্রথম আসমান।

আমাদের যে প্রেকটিক্যাল সায়েন্স (ব্যবহারিক বিজ্ঞান), যেখানে টেষ্ট বা পরীক্ষা-নিরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় অথবা আমরা আমাদের দূরবীক্ষণ-যন্ত্রাদির সাহায্যে দেখিয়া থাকি, সেগুলির সম্পর্ক প্রথম আকাশ পর্যন্তই সীমিত। কিন্তু খোদাতায়ালা আমাকে বলিয়াছেন এবং আপনাদিগকেও বলিয়াছেন যে, তোমরা 'প্রথম আকাশ' সম্পর্কিত যৎসামান্য জ্ঞান লাভ করিয়াই আমার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হও—অহংকার ও অস্বীকার এবং ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করিয়া থাক; ঘোষণা করিয়া বস যে, 'তোমরা ভূপৃষ্ঠ হইতে খোদার নাম এবং আকাশমালা হইতে তাহার সত্তাকে মুছিয়া দিবে! অথচ তোমরা তাঁহার সত্তার অসীম পরিধি ও চূড়ান্ত সীমা সম্বন্ধে কিছুই জান না। আর ইহা তো মাত্র প্রথম আকাশ, তারপর যে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও সপ্তম আকাশ রহিয়াছে, সেগুলি সম্পর্কিত যে রুহানী তত্ত্বাবলী আছে সে সম্বন্ধে কুরআন করীম ও হাদীসাবলীতে কিছু উল্লেখ আছে, আর যে উহাদের জড়-তত্ত্বাবলী আছে, আবার সেগুলির যে প্রভাব বা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া আছে এবং নিরন্তর সংঘটিত হইয়া চলিয়াছে—এ সবই এখনও শুধুমাত্র থিউরীর পর্যায়ে রহিয়াছে।

খোদা করুন, তিনি যেন আমাদিগকে পাঁচ-দশ জন হইলেও এরূপ বৈজ্ঞানিক দান করেন, যাঁহারা ডঃ সালাম সাহেবের ন্যায় নিজেদের দেশে বসিয়া দ্বিতীয়, তৃতীয় আকাশ সম্পর্কে থিউরী সমূহ তৈরী করেন এবং এরূপ ফর্মুলা রচনা করেন, যেগুলির পর্যায়ে আজ হইতে পঞ্চাশ বা একশত

বা দেড়শত বৎসর পর মানুষ তাহাদের ব্যবহারিক তত্ত্বানুসন্ধানের মাধ্যমে যখন উপনীত হয়, তখন যেন তাহারা আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলে যে, 'দেড়শত বৎসর পূর্বেই কোন কোন আহমদীর মস্তিস্ককে আল্লাহতায়ালা ঐ পর্যায়ে পৌঁছাইয়াছিলেন যে পর্যায়ে আজ আমরা পৌঁছিতে পারিয়াছি।'

আমাদের শিখিবার মত অনেক বিরাট জ্ঞানভাণ্ডার রহিয়াছে—এই দুনিয়া এবং সমগ্র বিশ্ব-জগতে বিস্তৃত। যাহা হউক, পুস্তকাবলীর বিষয় প্রসঙ্গে জ্ঞানের উল্লেখ আসিল এবং জ্ঞানের উল্লেখের সঙ্গে হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর মাধ্যমে দেওয়া ওয়াদা ও সুসংবাদ সম্পর্কিত বৃত্তান্ত আসিল। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর মাহাত্ম্য ও মর্যাদাকে যাহারা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে তাহাদের জ্ঞান ও গবেষণায় বরকত দান করা হইবে এবং তাহারা তাহাদের প্রচেষ্টাক্ষেত্রে সেই মার্গে উপনীত হইবে যেখানে উপনীত হইয়া তাহারা অপরাপর সকলের মুখ বন্ধ করিয়া দিবে। উহার একটি প্রতিফলন সর্বসমক্ষে আসিয়া গিয়াছে। আগামীতে কোন দ্বিতীয় ব্যক্তি আসিবে, তারপর তৃতীয় ব্যক্তি আত্মপ্রকাশ করিবে; দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে; এখন আমরা ক্রমঅগ্রসরমান হইয়া চলিব, ইনশাআল্লাহ।

তেমনি আমি এই প্রসঙ্গেই আমার দুইটি খাহেশ ও আকাঙ্খার কথা উল্লেখ করিয়াছি এবং দোওয়ার কথাও বলিয়াছি। আমরা আপনাদিগকে স্মরণ করাইতে থাকিব, ইনশা-য়াল্লাহ। (ক্রমশঃ)

(দৈনিক আল-ফজল' ২৫শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮০)

অনুবাদক : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ, সদর মুরুব্বী।

শুভ বিবাহ

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া (মোড়াইল) নিবাসী শেখ আব্দুল আলী (অবসর প্রাপ্ত) পোষ্ট-মাষ্টারের কনিষ্ঠ কন্যা হামিদা বেগমের সহিত ব্রাহ্মণবাড়ীয়া (পুনিয়োউট) নিবাসী মরহুম আহমদ রাজা চৌধুরী সাহেবের পুত্র বাবুল আহমদ চৌধুরীর বিবাহ গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮০ ইং আহমদীপাড়াস্থ মসজিদ মোবারকে দশ হাজার টাকা দেন মোহর ধার্যে সুসম্পন্ন হয়। বিবাহ পড়ান জনাব মৌঃ এজাজ আহমদ সাহেব, সদর মুরুব্বি। উক্ত বিবাহ বাবরকত হওয়ার জন্য দোয়ার আবেদন করা যাইতেছ।

দোওয়ার আবেদন

ব্যাংকে কর্মরত আমার দ্বিতীয় ছেলে মোবারক আহমদ দীর্ঘকাল যাবৎ অসুস্থ; তাহার আশু আরোগ্যের জন্য দোয়ার আবেদন করিতেছি। শেখ রাবতুল আলী

বাইবেলের নবীগণের সত্যায়নকারী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)

—হযরত মীর্যা বশীরুদ্দীন মাহ্‌মুদ আহ্‌মদ, খলিফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সাত * নম্বর তসদিক

'প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ'—পুস্তকে লিখা আছে—

"অতএব তোমরা তৌবা কর, মন ফিরাও, যেন তোমাদের পাপ মুছিয়া ফেলা হয়, যেন এইরূপে খোদাওান্দের সম্মুখ হইতে তাপশক্তির সময় উপস্থিত হয়। এবং তোমাদের নিমিত্ত পূর্ব নির্ধারিত খৃষ্টকে, মসিহ্‌কে তিনি যেন প্রেরণ করেন। যাঁহাকে আসমান নিশ্চয়ই গ্রহণ করিয়া রাখিবে, যে পর্যন্ত না সকল বিষয়ের পুনঃ স্থাপনের কাল উপস্থিত হয়, যে কালের বিষয় খোদা নিজ পবিত্র নবীগণের মুখ দ্বারা বলিয়াছেন, যাহারা পুরাকাল হইতে হইয়া গিয়াছেন। মুসা বাপ-দাদাদের কাছ হইতে বলিয়াছেন, "খোদাওন্দ, যিনি তোমাদের খোদা তোমাদের জন্য তোমাদের ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে আমার সদৃশ এক নবীকে উৎপন্ন করিবেন, তিনি তোমাদিগকে যাহা যাহা বলিবেন, সেই সমস্ত বিষয়ে তোমরা তাঁহার কথা শুনিবে ; আর এইরূপ হইবে, যে কোন প্রাণী সেই নবীর কথা না শুনিবে ; সে প্রজা লোকদের মধ্য হইতে উচ্ছিন্ন হইবে। আর সামুয়েল ও তাঁহার পরবর্তী যত নবী কথা বলিয়াছেন, তাঁহারাও সকলে এই কালের সংবাদ দিয়াছেন। তোমরা নবীগণের বংশধর এবং এই নিয়মের (অঙ্গীকারের) অন্তর্ভুক্ত যাহা খোদা তোমাদের পিতৃপুরুষদের সহিত স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি তো এব্রাহামকে বলিয়াছিলেন, "আর তোমার বংশে পৃথিবীর সকল পিতৃকুল বরকত লাভ করিবে।" তোমাদের নিকটে খোদা নিজ পুত্র যীশুকে * উৎপন্ন করিয়া প্রথমে প্রেরণ করিলেন যেন তিনি তোমাদের প্রত্যেককে অধর্ম হইতে ফিরাইয়া বরকত দান করেন।" (প্রেরিত-৩:১৯-২৬)

এই ভবিষ্যদ্বাণী 'প্রেরিতদের কার্য বিবরণ'-এ আছে। কিন্তু, ইহা জানা কথা যে এই ভবিষ্যদ্বাণী মূলতঃ মসিহ (আঃ)ই করে গেছেন। কেননা হাওয়ারীরা তাঁর কথাকেই

---

* ভুল বসতঃ ছয় নম্বর তসদিক অত্র সংখ্যায় দেওয়া হয় নাই। উহা আগামী সংখ্যায় প্রকাশ হইবে ইনশায়াল্লাহ।

* এস্থলে বাংলা বাইবেলে লিখা হয়েছে 'আপন দাস'। তবে ইংরেজি বাইবেলে আছে 'Son Jesus'। পূর্বোল্লিখিত বাইবেলগুলি দ্রষ্টব্য - সম্পাদক

নকল করতো এবং খৃষ্টানরা এত বিশ্বাস করে যে, হাওয়ারীরা যা কিছু বলতো মসিহর আধ্যাত্মিক প্রভাবের অধীনে এসেই বলতো। এ কারণেই হাওয়ারীদের কার্যাবলী ও কথাগুলিকে তারা এলহামী লেখাসমূহের মধ্যেই স্থান দিয়ে রেখেছে এবং বাইবেলের অংশ হিসাবে পরিগণিত করেছে। কিন্তু, চার নম্বর তসদিকের আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত মসিহ (আঃ) অন্যভাবেও এই ভবিষ্যদ্বাণীর বর্ণনা দান করেছেন। সুতরাং, 'কার্য-বিবরণ'-এর উদ্ধৃতির মধ্যে যা বলা হয়েছে, আমরা দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে পারি যে, তা হযরত মসিহ (আঃ)ই বলে গেছেন।

এই উদ্ধৃতির মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের কথা আছে :—

(১) মসিহ (আঃ) দুনিয়াতে দ্বিতীয় বার আবির্ভূত হবেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত না মুসা (আঃ)-এর সেই ভবিষ্যদ্বানী পূরা হয়ে যায় মধ্যে বনু-ইস্রায়েলদের ভাইদের মধ্য থেকে মুসার ন্যায় একজন নবীর আগমণের কথা আছে।

(২) মুসা (আঃ ছাড়াও সামুয়েল থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত সকল নবীই সেই আগমনকারীর সংবাদ দিয়ে গেছেন।

(৩) প্রথমে মসিহের আগমন সেই নবীর জন্য সুসংবাদ স্বরূপ ছিল, কেননা লিখা আছে যে, "তোমাদের নিকটে খোদা নিজ পুত্র যীশুকে উৎপন্ন করিয়া প্রথমে প্রেরণ করিলেন যেন তিনি তোমাদের প্রত্যেককে অধর্ম হইতে ফিরাইয়া বরকত দান করেন।"

আমি উপরে প্রমাণ করে এসেছি যে, মুসার সদৃশ নবী কিংবা ইঞ্জিলের বাগধারায় বর্ণিত 'সেই নবী' ছিলেন রসুলে করীম (সাঃ)। সুতরাং এই ভবিষ্যদ্বাণীতে যা বলা আছে, তা থেকে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, মসিহকে আসমানের উপরেই থাকতে হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না ঐ সকল ভবিষ্যদ্বাণী, বিশেষতঃ মসিলে মুসার অর্থাৎ মুসার সদৃশ্য নবীর আগমন সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়। এর মধ্যে রসুলে করীম (সাঃ)-এর উত্থানের সংবাদ দেওয়া হয়েছিল। তদুপরি, ইহাও বলা হয়েছে যে, হযরত মসিহের আগমন প্রথমে রাখা হয়েছে এই জন্য যে তিনি যেন 'সেই নবীর জন্য রাস্তা পরিস্কার করে রাখেন। এবং মানুষের হৃদয়গুলিকে পাপ থেকে মুক্ত করে রাখেন যাতে তারা সেই নবীর উপরে ইমান আনতে পারে। কেননা লিখা আছে—"খোদা যীশুকে উৎপন্ন করিয়া প্রথমে প্রেরণ করিলেন।' এই শব্দগুলিতে পরিষ্কারভাবে বলা হচ্ছে যে, মসিহের আগমন ছিল মূলতঃ একজন শুভ সংবাদ দানকারী হিসাবে। এর উদ্দেশ্য ইহাই ছিল যে, কিছু লোকের দিল সাফ হয়ে যাবে এবং ইহুদিয়াতের কাঠিন্য তাদের দিল থেকে মুছে যাবে, এবং আসলে তাই হয়েছিল। কোরআন করীম বলছে—

لتجدن اشد الناس عدوة للذين امنوا اليهود والذين اشركوا -
ولتجدن اقربهم مودة للذين امنوا الذين قالوا انا نصارى - ذالك بان
منهم قسيسين ورهبانا وانهم لايستكبرون ٥ واذا سمعوا ما انزل الى

الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربانا
امنا فا كتبنا مع الشاهدين ٥ (مائدة ع ١١)

অর্থাৎ 'মুসলমানদের সব চাইতে বড় দুশমন হবে ইহুদীরা, এবং একইভাবে মুশরেকরাও এবং মুসলমানদের সঙ্গে মহব্বত করার ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা অধিক নিকটবর্তী ঐ সকল লোক-দেরকেই পাওয়া যাবে যারা নিজেরা নিজেদেরকে বলবে খৃষ্টান। এটা হবে এই জন্য যে, এদের মধ্যে পাওয়া যাবে পাদ্রীদের এবং সন্ন্যাসীদের দল এবং এজন্যও যে, এদের মধ্যে বিনয়-আনুগত্যও পাওয়া যাবে। যখন তারা এই কালাম, যা আমাদের এই রসুলের উপরে অবতীর্ণ হয়েছে তা শোনে এই কারণে যে, তারা সত্যকে চিনতে পেরেছে, তুমি তাদের চোখ থেকে টপ টপ করে অশ্রু পড়তে দেখছ। তারা বলে যে, হে প্রভু! আমরা ঈমান এনেছি, আমাদের নামও সাক্ষীদের মধ্যে লিখে নাও।'

বস্তুতঃ হযরত রসুল করীম (সাঃ) মসিহের এই ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যায়ন করেছেন যে, মসিহ প্রথমে এসে অনেকের হৃদয়কে পাপ থেকে ফিরায়ে দিয়াছেন, যার ফলে তারা সেই নবীকে যিনি ছিলেন মুসার সদৃশ তাঁকে মানবার যোগ্যতা অর্জন করেছে।

উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বানীকে পূর্ণ করে রসুলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম হযরত মসিহ এবং সামুয়েল থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত সকল নবীর সত্যায়ন বা তসদিক করেছেন। যদি তিনি (সাঃ) না আসতেন তাহলে এঁরা সবাই ঝুটা পতিপন্ন হতেন।

(তফসীরে কবীর: সুরা বাকরা থেকে) আলহামদুলিল্লাহ্।

অনুবাদ: **শাহ মুস্তাফিজুর রহমান**

শোক সংবাদ

অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানানো যাইতেছে যে, সুন্দরবন আঞ্জুমান-ই-আহমদীয়ার অন্তর্গত ভেটখালী হালকার প্রবীণতম আহমদী ও প্রাক্তন মোয়াল্লেম (ওয়াকফে জাদিদ) মৌঃ সুফী ছকিমুদ্দীন আহমদ সাহেবের স্ত্রী নুরজাহান বেগম সাহেবা বিগত ৯ই মার্চ, ১৯৮০ রবিবার স্বীয় বাসভবনে ইন্তেকাল করেন। (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্নাহে রাজেউন)।

মরহুমা অত্র অঞ্চলে মহিলাদের মধ্যে প্রথমা আহমদী ছিলেন। মরহুমার জীবনে অন্যান্য চারিত্রিক গুণের মধ্যে মেহমানওয়াজীও অন্যতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট ছিল। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৭০ বছর।

বন্ধুগণের খেদমতে মরহুমার মাগফেরাত ও শোক-সন্তপ্ত পরিবার-বর্গের ধৈর্য্য ধারণের শক্তি লাভের জন্য দোওয়ার আবেদন জানানো যাইতেছে। —মোঃ আব্দুল ওয়াজেদ,
জেঃ সেক্রেটারী, সুন্দরবন আঃ আহমদীয়া

সংবাদ ঃ

"প্রফেসর আবদুস সালাম রূপে ইসলামী ইতিহাস নিজের পুনরাবৃত্তি ঘটাইতেছে।"

"তিনি বর্তমান যুগের শীর্ষস্থানীয় অতি গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিকদের অন্যতম।"

"যে সকল মানুষ বিস্মৃতির শিকার হইয়াছিল তাহারাই আবার সর্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে।"

প্রফেসর সালামকে ট্রিয়েষ্টে (ইটালী)-এর সম্মানসূচক নাগরিকত্ব প্রদান অনুষ্ঠানে মেয়রের বিবৃতি।

ইসলামাবাদ—৮ই মার্চ, পাকিস্তানের নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বৈজ্ঞানিক প্রফেসর আব্দুস সালামকে ইটালীর সুরম্য শহর ট্রিয়েষ্টের সম্মানসূচক নাগরিকত্ব প্রদান করা হইয়াছে। এই শহরটি এড্রিয়াটিক উপসাগরের উত্তর তীরে অবস্থিত। প্রঃ আব্দুস সালাম সেখানে ১৯৬৫ইং সনে থিউরিটিক্যাল ফিজিক্সের আন্তর্জাতিক কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছিলেন।

এখানে প্রাপ্ত সংবাদে বলা হইয়াছে যে, এই প্রসঙ্গে অনুষ্ঠিত একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে ট্রিয়েষ্টের মেয়র প্রফেসর জনাব আবুস সালামকে সেখানকার সম্মানিত নাগরিক করার প্রতীক চিহ্ন হিসাবে সোনালী নিশান পেশ করেন। ইতিপূর্বে শহরের মিউনিসিপ্যালিটি কাউন্সিল সর্ব সম্মতিক্রমে একটি প্রস্তাবের মাধ্যমে ডঃ সালামকে উক্ত সম্মানে ভূষিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন।

পৌরসভার মেয়র এই অনুষ্ঠানে প্রফেসর আবদুস সালামকে অতি উচ্চাঙ্গীন শ্রদ্ধাঞ্জলী জ্ঞাপন করিয়া বলেন :

"তিনি বর্তমান যুগের শীর্ষস্থানীয় অতি গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিকদের অন্যতম।"

মাননীয় মেয়র এপ্রসঙ্গে বিজ্ঞানের অঙ্গনে পশ্চাত্য জগতের সঙ্গে ইসলামী জগতের পারস্পরিক প্রচেষ্টা সমূহের উল্লেখ করিতে গিয়া বলেন যে, ইতিহাস নিজের পুনরাবৃত্তি ঘটাইতেছে এবং সেই সকল লোককে সর্বসাধারণের দৃষ্টি সমক্ষে লইয়া আসিতেছে যাহাদিগকের জগত বিস্মৃত হইয়াছিল। তিনি বলেন, ইন্টারনেশান্যাল সেন্টার অফ থিউরিটিক্যাল ফিজিক্সের প্রফেসর সালাম না শুধু মহা বিশ্বের সূক্ষ্মতি সূক্ষ্ম তত্বাবলী উদঘাটনে সাফল্যজনক প্রচেষ্টা চালাইয়াছেন বরং সকল শ্রেণীর তাহজিব ও কৃষ্টির উত্তম মেধা ও প্রতিভাবান ব্যক্তিদিগকেও একত্রিকরণে প্রয়াস পাইয়াছেন, এবং তাহাদিগের এখানে সমাবেশ ঘটাইয়া বুদ্ধিগত শক্তির উন্মেষ ঘটাইবার উপকরণ সৃষ্টি করিয়াছেন। (পি-পি-এ)

(পাকিস্তান টাইমস, লাহোর, ৯ই মার্চ ১৯৮০ ইং)

'মসীহ মওউদ দিবস' উদ্‌যাপিত

ঢাকা ঃ

২৪শে মার্চ ১৯৮০ ইং রোজ রবিবার ঢাকা কেন্দ্রীয় দারুত তবলীগ মসজিদে যথাযোগ্য মর্যাদার সহিত "ইওমে মসীহ মওউদ" উদ্‌যাপিত হয়।

পবিত্র কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত মহান ভবিষ্যদ্বাণী এবং সমগ্র উম্মতের সর্ববাদি সম্মত আকীদা অনুযায়ী হিঃ চতুর্দশ শতাব্দীর শিরোভাগে আবির্ভূত ইমাম মাহদী ও মসীহ মওউদ, হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) আজ হইতে প্রায় ৯০ বৎসর পূর্বে ২৩শে মার্চ ১৮৮৯ ইং (২০শে রজব ১৩০৬ হিঃ) আল্লাহতায়ালার আদেশ ক্রমে লুধিয়ানা শহরে সর্বপ্রথম বয়েত (দীক্ষা) গ্রহণের মাধ্যমে অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ ও আসমানী নিদর্শনাবলীর সাহায্যে সারা বিশ্বে ইসলামের প্রতিশ্রুত বিজয় ও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে আহমদীয়া জামাতের ভিত্তিস্থাপন করিয়াছিলেন।

এই ঐতিহাসিক পবিত্র দিনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য এবং হযরত মসীহ মওউদ ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আগমন-উদ্দেশ্য, পবিত্র জীবনী, সত্যতা, অবদান ও কার্যাবলী এবং সারা বিশ্বে ইসলামের প্রাধান্য বিস্তারের ক্ষেত্রে বিপ্লবাত্মক প্রভাব ও সুফলসমূহ সম্পর্কে এক মনোজ্ঞ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন ঢাকা জামাতের আমির জনাব মকবুল আহমদ খান সাহেব এবং পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও নজম পাঠের পর উল্লিখিত বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করিয়া বক্তৃতা করেন জনাব শাহ্‌ মুস্তাফিজুর রহমান, জনাব মোঃ হাবিবুল্লাহ এবং মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরুব্বী। পরিশেষে সভাপতি সাহেবের ভাষণ এবং ইজতেমায়ী দোওয়ার মাধ্যমে এই বরকতপূর্ণ সভার সমাপ্তি ঘটে। প্রায় ১৫০ শত জন ইহাতে যোগদান করেন এবং সকলের মধ্যে সভার শেষে মিষ্টান্ন বিতরণ করা হয়।

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ঃ

২৩শে মার্চ রোজ রবিবার ব্রাহ্মণবাড়িয়া আঞ্জুমানে আহমদীয়ার উদ্যোগে 'মসিহ মওউদ দিবস' পালন করা হয়। স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব মোঃ ইদ্রিস সাহেবের সভাপতিত্বে বেলা ৪-৩০মিঃ সময় সভার কাজ আরম্ভ হয় এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত চলে। তেলাওয়াতে কোরান করেন মোঃ সামসুজ্জামান সাহেব এবং উর্দু নজম পাঠ করেন জনাব হাবিবউল্লাহ সাহেব। তারপর 'মসিহ মওউদ দিবস' পালনের তৎপর্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন জনাব সহিদুর রহমান সাহেব। অতঃপর হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) সম্বন্ধে তাঁর দাবীর পূর্বে সমসাময়ীক ওলামায়ে কেরামের অভিমত সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন ডাঃ মোঃ আনোয়ার হোসেন সাহেব।

এরপর হযরত মসীহে মওউদ (আঃ)-এর সত্যতা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন সদর মুরুব্বী জনাব মৌঃ মোঃ ফারুক আহমদ সাহেব। অতঃপর ইজতেমায়ী দোয়ার পর সভার কাজ সমাপ্ত হয়।

সুন্দরবন জামাত ঃ

২৩শে মার্চ ১৯৮০ইং বিকাল ২টা হইতে ৫টা পর্যন্ত স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব শামসুর রহমান সাহেবের সভাপতিত্বে 'মসিহ মওউদ দিবস' উদ্‌যাপন উপলক্ষে সভা অনুষ্ঠিত হয়। হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর সত্যতা ও পবিত্র জীবনীর বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন সুন্দরবন হাই স্কুলের হেড মাষ্টার জনাব জনাব আলী সাহেব, জনাব নোসের আলী সাহেব (কায়েদ), মাষ্টার জালাল উদ্দীন সাহেব, প্রাক্তন কায়েদ আব্দুস সাদেক সাহেব এবং আরও অনেকে। সভাপতির ভাষণ এবং ইজতেমায়ী দোওয়ার পর উপস্থিত সকলের মধ্যে মিষ্টান্ন বিতরণের মাধ্যমে এই বরকতপূর্ণ সভা সমাপ্ত হয়। উল্লেখযোগ্য যে উক্ত দিবসে বাদ নামাজ ফজর মসজিদে মুসল্লিগণ একত্রে বসিয়া বেশ কিছুক্ষণ কুরআন-পাক তেলাওত করেন।

[উল্লিখিত জামাত সমূহ ব্যতীত বাংলাদেশের অন্যান্য বহু জামাতেও উক্ত দিবস উপলক্ষে আলোচনা-সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানকার বিস্তারিত রিপোর্ট যথাসময়ে না পাওয়ায় অত্র সংখ্যায় সন্নিবেসিত করা সম্ভব হয় নাই।] সংকলন ঃ মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ,

---

লাজেমী চাঁদাসমূহ আদায়ের শেষ সময়
বন্ধুদের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ

সৈয়েদনা হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) বলেন ঃ

"যে ব্যক্তি এরূপ জরুরী মহাকার্যাবলীতে অর্থ দান করিবে, আমি আশা করি না যে তাহার এরূপ অর্থদানে তাহার সম্পদে কোন অভাব সৃষ্টি হইতে পারে বরং তাহার মালে বরকত দান করা হইবে। সুতরাং আপনাদের উচিত, খোদাতায়ালার উপর তওক্কল (নির্ভর) করিয়া পূর্ণ এখলাস, জোশ ও মহব্বতের সহিত মালী কুরবানীতে তৎপর হউন। এখন খেদমত পালনের সময়। তারপর এরূপ সময় আসিতেছে যখন একটি স্বর্ণের পাহাড়ও এই পথে খরচ করিলে তাহা বর্তমান সময়ের একটি পয়সারও সমান হইবে না। এখন এরূপ এক সময়, যখন তোমাদের মধ্যে খোদাতায়ালার সেই প্রেরিত মহাপুরুষ বিদ্যমান, যে মহাপুরুষের আগমনের জন্য শত শত বৎসর ধরিয়া উম্মতগণ অপেক্ষমান ছিল; যখন প্রতিদিন খোদাতায়ালার পক্ষ হইতে অসংখ্য সংবাদ ও নিদর্শন বহু ওহী-এলহাম অবতীর্ণ হইয়া চলিয়াছে, এবং খোদাতায়ালা ক্রমাগত নিদর্শনাবলীর সাহায্যে প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন যে, প্রকৃত প্রস্তাবে একমাত্র সে ব্যক্তিই এই জামাতের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া পরিগণিত হইবে যে তাহার প্রিয় মাল এই পথে খরচ করে।" (ইশতেহার তবলীগে হেদায়ত)

আপনি কি চাঁদা আম বা হিস্‌সা আমদ এবং চাঁদা জলসা সালানা যথারীতি পূর্ণ হারে সম্পূর্ণ পরিশোধ করিয়াছেন? যদি না করিয়া থাকেন, তবে চলতি সনের এপ্রিল মাসের মধ্যেই তাহা পরিশোধ করিতে তৎপর হউন। কেননা; উল্লেখিত লাজেমী চাঁদা সমূহ আদায় সংক্রান্ত চলতি আর্থিক বৎসরের উহাই শেষ সময়। আল্লাহতায়ালা আমাদের প্রত্যেকের ঈমান, এখলাস এবং মাল ও আওলাদে রহমত ও বরকত নাযেল করুন। আমিন।

বিনীত—আহমদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরুব্বী

আহ্‌মদীয়া জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা

হযরত ইমাম মাহদী মসীহ মওউদ (আঃ) কর্তৃক প্রবর্তিত

বয়াত (দীক্ষা) গ্রহণের দশ শর্ত

বয়াত গ্রহণকারী সর্বান্তকরণে অঙ্গীকার করিবে যে,—

(১) এখন হইতে ভবিষ্যতে কবরে যাওয়া পর্যন্ত শির্‌ক (খোদাতায়ালার অংশীবাদীতা) হইতে পবিত্র থাকিবে।

(২) মিথ্যা পরদার গমন, কামলোলুপ দৃষ্টি, প্রত্যেক পাপ ও অবাধ্যতা, জুলুম ও খেয়ানত, অশান্তি ও বিদ্রোহের সকল পথ হইতে দূরে থাকিবে। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যত প্রবলই হউক না কেন তাহার শিকারে পরিণত হইবে না।

(৩) বিনা ব্যতিক্রমে খোদা ও রসুলের হুকুম অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়িবে; সাধ্যানুসারে তাহাজ্জুদের নামায পড়িবে, রসুলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদ পড়িবে, প্রত্যহ নিজের পাপ সমূহের ক্ষমার জন্য আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট প্রার্থনা করিবে ও এস্তেগফার পড়িবে এবং ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে, তাঁহার অপার অনুগ্রহ স্মরণ করিয়া তাঁহার হাম্‌দ ও তারিফ (প্রশংসা) করিবে।

(৪) উত্তেজনার বশে অন্যায়রূপে, কথায়, কাজে বা অন্য কোন উপায়ে আল্লাহ্‌র সৃষ্ট কোন জীবকে, বিশেষতঃ কোন মুসলমানকে কোন প্রকার কষ্ট দিবে না।

(৫) সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদাতায়ালার সহিত বিশ্বস্ততা রক্ষা করিবে। সকল অবস্থায় তাঁহার সাথে সন্তুষ্ট থাকিবে। তাঁহার পথে প্রত্যেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত থাকিবে, এবং সকল অবস্থায় তাঁহার ফয়সালা মানিয়া লইবে। কোন বিপদ উপস্থিত হইলে পশ্চাদপদ হইবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হইবে।

(৬) সামাজিক কদাচার পরিহার করিবে। কুপ্রবৃত্তির অধীন হইবে না। কুরআনের অনুশাসন ষোলআনা শিরোধার্য করিবে, এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ ও রসুলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের আদেশকে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে অনুসরণ করিয়া চলিবে।

(৭) ঈর্ষা ও গর্ব সর্বোতভাবে পরিহার করিবে। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার ও গাম্ভীর্যের সহিত জীবন-যাপন করিবে।

(৮) ধর্ম ও ধর্মের সম্মান করাকে এবং ইসলামের প্রতি আন্তরিকতাকে নিজ ধন-প্রাণ, মান-সম্ভ্রম, সন্তান-সন্ততি ও সকল প্রিয়জন হইতে প্রিয়তর জ্ঞান করিবে।

(৯) আল্লাহ্‌তায়ালার প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁহার সৃষ্ট-জীবের সেবায় যত্নবান থাকিবে, এবং খোদার দেওয়া নিজ শক্তি ও সম্পদ যথাসাধ্য মানব কল্যাণে নিয়োজিত করিবে।

(১০) আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মানুমোদিত সকল আদেশ পালন করিবার প্রতিজ্ঞায় এই অধমের (অর্থাৎ হযরত মসীহ মাওউদ আলাইহিস্ সালামের) সহিত যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হইল, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাহাতে অটল থাকিবে। এই ভ্রাতৃত্ব বন্ধন এত বেশী গভীর ও ঘনিষ্ট হইবে যে, দুনিয়ার কোন প্রকার আত্মীয় সম্পর্কের মধ্যে উহার তুলনা পাওয়া যাইবে না। (এশতেহার তকমীলে তবলগী, ১২ই জানুয়ারী, ১৮৮৯ইং)

আহ্‌মদীয়া জামাতের

ধর্ম-বিশ্বাস

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্‌দী মসীহ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস স্বলেহ" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসূল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহতায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসূল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অথবা সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদী-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সত্যতা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

"আলা ইন্না ল'নাতাল্লাহে আ'লাল কাফেরীনাল মুফতারিবীন'

অর্থাৎ, সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ"

(আইয়ামুস স্বলেহ, পৃঃ ৮৬-৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Molla, at Ahmadiyya Art Press
for the proprietors, Bangladesh Anjumane - Ahmadiyya
4. Bakshibazar Road, Dacca - 1
Phone No. 283635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar